রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি পার্বত্য তিন জেলার সকল অধিবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। যুগ যুগ ধরে এই তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বর্ণিল জীবনাচার, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ অঞ্চলের উন্নয়নে গঠিত হয় পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন চলমান রয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহে অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার। আমাদের ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ জাতির সকল সংকট ও ক্রান্তিকালে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা। অন্তবর্তীকালীন সরকার একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বহুমূখী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর সফল বাস্তবায়ন বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত একটি পার্বত্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ড আরো টেকসই ও বেগবান হবে, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এগিয়ে যাবে পার্বত্য অঞ্চল-এ প্রত্যাশা করি।

মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন

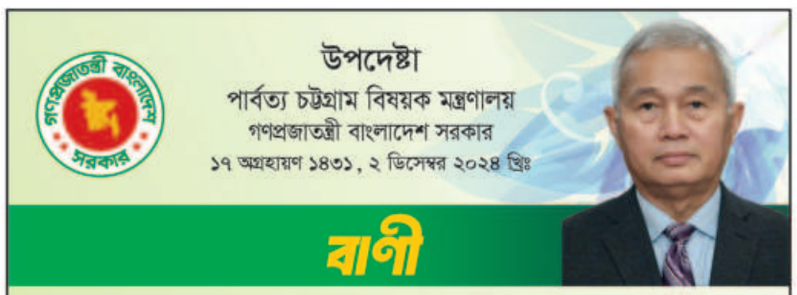

উপদেষ্টা
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২৭ বছরপূর্তিতে আমি পার্বত্যবাসীসহ দেশের আপামর সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৯৭ সালের যুগান্তকারী পার্বত্য চুক্তি পার্বত্য জনজীবনে ফিরিয়েছে স্বাভাবিক অবস্থা এবং কর্মময় জীবনধারা যা এতদঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং পাহাড়ি-বাঙালি জনজীবনে এনেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। তাই এই ঐতিহাসিক চুক্তি পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর বহুমুখী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে পার্বত্যবাসীদের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই অর্থনৈতিক জীবনমানের প্রবৃদ্ধিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা পার্বত্য অঞ্চলে বিধায়, এ অঞ্চলে বনায়ন, জীববৈচিত্র্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সকল বিষয় বিবেচনায় পার্বত্য অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এ অঞ্চলে সার্বিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বদ্ধপরিকর।

কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে উপযোগী পরিবেশে পরিকল্পিত উপায়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুফল লাভের জন্য কফি ও কাজু বাদাম চাষে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। তাছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড় ও পর্বতের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমার বিশ্বাস এবারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক, প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয় না ঘটিয়ে পাহাড়ের ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা, পর্যটন শিল্পের অমিত সম্ভাবনা নিশ্চিত করে সকল মানুষের সুষম জীবন বিকাশে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিনের বিরাজমান সংঘাত বহুলাংশে হ্রাস করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্ত জাতিগোষ্ঠী পারস্পরিক সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের সকলের অধিকার ও শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ এবং সর্বক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যহীন ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২৭ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

সুপ্রদীপ চাকমা

A Developed and Prosperous-Enlightened Hills

The Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs expresses its deep appreciations to all peoples of the CHT on the 27th celebrations of the CHT Accord. Comprising three districts (Bandarban, Khagrachari, and Rangamati), it is a region with a rich cultural heritage, diverse ethnicities, and unbounded economic potentiality. However, it faces significant socio-economic, education and environmental degradation challenges, including underdevelopment and ethnic tensions. Lagging behind in socio-economic, educational and other indicators vis-à-vis other parts of the nation, the CHT Accord of 1997 has created dynamism in every sphere of social live. Unfortunately, the development of the CHT in the current context of Bangladesh requires addressing the region's unique challenges while capitalizing on its resources and culture which will be in a sustainable and inclusive and multi-faceted approach, focusing on infrastructure, education, healthcare, social equity, environmental protection and political understandings. Do so, follow deserves more consideration:

1. Promote Inclusive Governance & People's Rights:

- Implement CHT Accord: Implementation of the CHT Accord 1997, which was signed aiming to address historical injustices and ensure political rights and good-governance for all communities of the CHT. Strengthening local governance structures and ensuring the participation of local leaders in decision-making process is critical as indicated in the Accord. The CHT Peace Accord (1997) should be fully implemented, ensuring the rights and autonomy of ethnic communities. Which will include better representation in decision-making processes and local governance.
- Decentralized Governance: Empowering the Hill District Councils (HDCs) in accordance with CHT Accord 1997 and other local institutions to manage resources, development, and good-governance for all. So, establishment of robust systems for conflict resolution to address disputes and prevent violence. Strengthen the role of local councils (like the CHT Regional Council) and ensure that the local peoples are fairly represented.

2. Improve Infrastructure and Connectivity:

- Roads and Transport: Improve road networks for transportation links to integrate the region with the rest of the country for free movement of persons and goods and especially to facilitate trade, mobility, and access to essential services and ultimately that will connect remote villages to urban centers. Besides, multiple uses of Kaptai Lake facilities for harmonious growth in economic developments in fisheries, navigation, eco-tourism and other service sectors.
- Digital Connectivity: Expand internet and mobile network coverage to improve access to information, institutional and remote education, healthcare services and finally economic opportunities. The lack of digital connectivity is a major barrier to social and economic development to.
- Energy and Utilities:Expand access to electricity is prime for socio-economic development. About 250,000 households are still out of electricity. Although, due to remoteness and geographical terrain national grid may not be possible but government may like to provide household solar panels to bring the nation in 100% power supply. So, renewable energy options (solar, hydro), to reduce dependency on fossil fuels and improve living standards.

3. Inclusive & Integrated Economic Development:

- Sustainable Agriculture: To develop livelihood of the CHT peoples, it is essential to promote agricultural development focusing on sustainability and climate-resilient farming methods, replacing shifting cultivation practices harmonious horticulture and long-term income generating methods to increase productivity without harming the environment. Introduce climate-resilient crops, organic farming, and agro-forestry techniques that are culturally acceptable and environmentally sustainable. Besides, increase fisheries and eco-tourism and sustain water transport during lean period are must. Finally, that includes along with better access to markets access for supplies of different produces.
- Products Diversification: Encourage alternative livelihoods, especially for youth and women, through vocational training in skills like weaving, carpentry, eco-tourism, and digital literacy. Supporting entrepreneurial self-employed small-scale businesses and cottage industries can help diversify the local economy and reduce dependence on traditional farming, which is often vulnerable to climate impacts.
- Tourism Development: Capitalize on the region's natural beauty and cultural heritage to promote eco-tourism and community-based tourism by avoiding damaging the environment or displacing local communities. Ethnic communities can benefit from tourism by developing cultural sites, homestays, and guiding services. However, tourism development should be sensitive to local cultures and environmental sustainability.
- Promote Entrepreneurship and Local Industries: Encourage local entrepreneurship, particularly in small-scale industries such as handicrafts, traditional textiles, bamboo products and local ethnic craftsmanship, by providing market access, financial assistance, and training which can be exported or sold locally.
- Value Addition and Market Access: Develop infrastructure for better access to markets, especially for local products such as handicrafts, bamboo, and forest products. Government and non-governmental support for value-added products will open new markets for ethnic goods, enhancing economic opportunities.Promote the unique crafts of CHT, such as weaving, bamboo products, and traditional arts. Facilitating fair-trade systems, cooperatives, and access to national and international markets will provide income opportunities without compromising cultural integrity.

4. Enhance quality Education and Skill Development:

- Improved Access to Education: The CHT has fallen behind in education than other parts of Bangladesh. So, compulsory primary, secondary and possibly higher education facilities are must to ensuring access to education for all communities. Besides, CHT schools have been incorporated few ethnic languages, traditions, and history into the curriculum to promote inclusivity. Support the preservation of local languages and promote bilingual or multilingual education to foster cultural identity and social cohesion.
- Quality Higher Education and Vocational Training: Provide vocational and skills training programs tailored to the region's needs, such as in construction, IT, handicrafts, teaching foreign languages emphasizing on English, eco-tourism, to increase employability and self-reliance.
- Teacher Training and Capacity Building: Provide incentives for qualified teachers to work in CHT, along with ongoing training to improve the quality of education. Teachers should be trained in culturally sensitive approaches that reflect the ethnic way of life.

5. Health and Wellbeing:

- Health Infrastructure: Improve healthcare facilities, including hospitals, clinics, and mobile health units, especially in remote areas. There should be a focus on maternal and child health, mental health, and prevention of diseases prevalent in the region. Mobile health clinics can be used to reach hard-to-access areas.
- Community Health Programs: Train and deploy local health workers to serve as intermediaries between healthcare providers and ethnic communities. This will help bridge cultural gaps in healthcare delivery.
- Mental Health Support: Address mental health challenges, particularly trauma from past conflicts, by providing community-based mental health services and support systems.

6. Environmental Conservation and Natural Resource Management:

- Sustainable Forestry: The CHT is rich in forests and bio-diversity. It contributes 44% of oxygen at national level. So, develop sustainable forest management practices and preventing deforestation and conserving natural resources while supporting eco-tourism and the livelihood to flourish for locals. Remind that these are a crucial part of the ecosystem. This could involve collaboration with local communities who have traditional knowledge of the land.
- Climate Change Adaptation: Introduce climate-resilient farming techniques and water conservation methods to cope with unpredictable weather patterns. This could involve reforestation, watershed management, and sustainable water use practices. Mentionable that during lean/dry period, water scarcity is huge which hampers transportation, agriculture/horticulture and household uses of vulnerable women in CHT. So, to keep the water availability during dry season, steps should be taken to revive stream and water heads. Noted that Kaptai Lake water level drastically falls in dry season of the year. So, given the region's vulnerability to climate change, investments in climate-resilient infrastructure (e.g., flood control systems, drought-resistant crops) are necessary.
- Eco-tourism and Conservation: Promote eco-tourism as a way to protect biodiversity while providing economic benefits to local communities. This could include promoting conservation projects, wildlife protection, eco-friendly infrastructure and eco-friendly tourism.

7. Address Social Inequality and Empower Women:

- Gender Equality: Ensure that females and males have equal access to education, healthcare, and employment opportunities. Empower women in decision-making roles, particularly in local governance and community leadership are far behind.
- Social Safety Nets: As all aware that CHT is far behind in education, health and socio-economic indicators of growth at national level. So, introduce targeted welfare programs to address poverty and inequality in marginalized communities. This could be included cash transfers, food security programs, housing schemes, modern internet based education and medical facilities, reduce poverty level and considering environment protection schemes with sufficient fundings.

8. Promote Inter-Community Dialogue and Conflict Resolution

- Conflict Resolution Mechanisms: Promote dialogue and understanding between ethnic and Bengali communities to reduce tensions and build social cohesion. Initiatives could include cultural festivals, inter-community education programs, and joint development projects. This could be supported by the government, civil society organizations, and international agencies.
- Address Historical Grievances: Acknowledge and address the historical injustices faced by ethnic communities, including land loss, forced migration, and violence. This could involve compensatory measures, reparations, and long-term plans for peaceful co-existence of different communities.

9. Strengthen Law and Order:

- Security and Rule of Law: Strengthen the rule of law and ensure that communities feel secure. Law enforcement should respect local customs and traditions, while addressing illegal activities such as land grabbing and deforestation.
- Human Rights Protection: Ensure that the human rights of ethnic people are protected, including their right to land, culture, and participation in governance.

Conclusion:

The development of the CHT areas in Bangladesh must be based on a comprehensive, inclusive approach and not be top-down, but rather a collaborative, community-based approach that respects the region's ethnic cultures, traditions, and governance systems. A collaborative effort between the government, local communities, NGOs, and international partners is necessary to create lasting change. The key is to empower local populations, uphold their rights, and develop infrastructure and services that are tailored to their unique needs, while also fostering economic growth that benefits everyone in the region. The involvement of local stakeholders, as well as a commitment to inclusivity, peace-building, and environmental sustainability, is key to ensuring that development in the CHT is both effective and just.

Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs (MOCHTA)

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

১৯৯৭ সালের এই দিনে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এর মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। এটি একটি রাজনৈতিক চুক্তি ছিলো যা শান্তি চুক্তি নামেও পরিচিত।

দেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ এলাকায় পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাই পার্বত্য অঞ্চলকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সংরক্ষণ ও পর্যটন শিল্পের প্রসারে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে নানামুখী সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং জীবনযাত্রার উন্নতি ও সামাজিক বৈষম্য দূর হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীর জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির অভিযাত্রা অব্যাহত রাখতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক।

ছাত্র-শ্রমিক জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২৭ বছরপূর্তিতে আমি পার্বত্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক রূপময় ভূ-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ১২টি ভাষাভাষি ও ১১টি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ এ অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এই তিন জেলার বিস্তীর্ণ বনভূমি, উঁচু পাহাড়, উপত্যকা এবং কিছু সমতলভূমি নিয়ে দেশের এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাতকে প্রশমিত করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পুনর্গঠিত হয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কিছু আইন প্রণয়ন ও কিছু বিধি-বিধান সংশোধন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিন পার্বত্য জেলার মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সমুন্নত রেখে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনে সূচিত হয়েছে অভূতপূর্ব উন্নয়ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও উন্নয়নের সেতুবন্ধন রচনা করে তিন পার্বত্য জেলার মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, বনায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য ও পশু সম্পদ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, কফি ও কাজু বাদাম চাষ এবং পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কাজ চলছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ একটি বৈষম্যহীন, কল্যাণকর ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ২৭ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী